দৈনিক ইনকিলাব

২০

তারিখ 18 OCT 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

সমস্যার আবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা

মোঃ আবদুস সাত্তার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপোকরণের অনেক অভাব আছে। বিজ্ঞানাগার, কর্মশালা, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব প্রায় প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়। তবে শিক্ষকরা সীমিত সম্পদের মাধ্যমে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিজেদের চেষ্টায় করে নিতে পারেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষতঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় শিক্ষকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। ১৯৭৩-৭৪ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, এ পর্যায়ে শতকরা ১৯ জন মাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষক শিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষা সংস্কার কার্যকর করে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরাই মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের উপরই শিক্ষার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষকরা এ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম নন। সামাজিক সংকট ও সামগ্রিক শিক্ষা সমস্যার প্রতিফলনের ফলশ্রুতিতে এমনটি হয়ে থাকে। পেশাগত উচ্চ মান ও কঠোরতর পরিশ্রম যদি শিক্ষকদের নিকট থেকে আমরা প্রত্যাশা করি তবে নিশ্চয়ই কিছু পূর্বশর্ত আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় আর্থিক সুযোগ-সুবিধে নিতান্তই কম, বিশেষতঃ বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেলা তা হুবহু প্রযোজ্য। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান। তাই, সব পার্থক্যের অবসান করে সমানুযায়ী উচ্চতর হারে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আবাসিক ব্যবস্থা, চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষকদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে যেন শিক্ষকরা কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নিলে অনেকেই শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হবেন। বর্তমানে ক্রিয়াশীল সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ যা হওয়া উচিত, শিক্ষকতা পেশায় নরনারী নির্বিশেষে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ যেভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা উচিত তাও আমাদের শিক্ষকেরা করতে সক্ষম নন।

তৃতীয়তঃ শিক্ষাদান কাজের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব।

চতুর্থতঃ আর্থিক ও সামাজিক যে মর্যাদা শিক্ষকরা প্রাপ্য তাও আমাদের এখানে অনুপস্থিত।

উপরন্তু উচ্চপর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সব মিলিয়ে একটা আদর্শ শিক্ষক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্যমাত্রা রাখা উচিত যাতে শিক্ষকদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে নতুন উত্তরাধিকারী সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষাসংকট উত্তরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রণী। যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে একজন শিক্ষক সমাজেরও শিক্ষক হতে পারেন। উপযুক্ত মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে সামাজিক কল্যাণে ব্রতী হতে পারেন। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল সমাজে জাতীয় শিক্ষার আলোকে গতিশীল নেতৃত্ব শিক্ষকরাই দিতে সক্ষম হবেন। দেশের কর্মিবাহিনীর যারা স্থপতি সে শিক্ষক সমাজের যথার্থ সম্মান নিতান্তই অপরিহার্য। সততা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নিরক্ষরতার মত অভিশাপ থেকে গ্রামীণ বাংলাদেশকে মুক্তি দানপূর্বক যথার্থ অগ্রগতির পথে অগ্রসর করা সম্ভব হবে। অভিন্ন সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে সকল মহলের সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষক সমাজের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন সম্ভব হবে। শিক্ষকেরা নিজস্ব দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শিক্ষকতার মত মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন— এ উপলব্ধি থেকে শিক্ষকরা যদি অগ্রসর হতে পারেন তবে সীতি ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁরা কিছু করতে সক্ষম হবেন। আর সমগ্র জাতি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজের কাছে এ ধরনের ভূমিকাই প্রত্যাশা করে।

বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী এ দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ বৈষম্য দূরীভূত করে সমতা বিধানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তবে, সরকার এ বৈষম্য কমিয়ে আনতে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তবে, তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নকামী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য নির্ভরশীল এবং এ ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তাও নেহায়েত আবশ্যক।

বেসরকারীভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। মাসের পর মাস বেতন পান না এমন প্রতিষ্ঠান অনেক আছে। সমকালীন সমাজমানসে চিরায়ত অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অবনতি স্বাভাবিকভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশকে কলুষিত করছে। অন্য কথায় 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও শিক্ষক শিক্ষার মেরুদণ্ড'— তা একটি সামাজিক স্বীকৃত সত্য। কিন্তু বাস্তবে বিত্তবানরাই সমাজে সম্মানিত বলেও বিবেচিত। বিত্তের বিচারে শিক্ষকরা পাল্লা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বিধায় বেসরকারী শিক্ষকরাই বিত্তবানদের করুণার পাত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। সমাজে বিত্ত-বেসাতের ঘাটতি নিয়ে একটা মাথা উঁচু করে যারা চলতে পারতেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজ। কিন্তু এখন দিনকাল বদলেছে। বাস্তবের কষাঘাতে তাঁরা ধুঁকে ধুঁকে জীবনটা কোনক্রমে টিকিয়ে রাখছেন, তাঁদেরকে সহজেই চিহ্নিত করা চলে। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস— যেই হোন না কেন বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে আত্মসম্মান বা মর্যাদা কোনটাকেই সম্বল করে এগোনো যায় না। ফলে, জীবন চলে ধিকি ধিকি। প্রশিক্ষণবিহীন বা আধা-প্রশিক্ষিত বেসরকারী শিক্ষক সমাজ শিক্ষাপোকরণহীন শ্রেণীকক্ষ, আর্থিক সংকটে অনিশ্চিত জীবন আর ভবিষ্যতের বোঝা ইত্যাদির সমাহারে এখনো টিকে আছেন এবং ভবিষ্যতের হাল ধরে আছেন।